ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

২৯ বর্ষ ২৪তম সংখ্যা

১৭ পৌষ ১৪২২, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

ঢাবি-এ বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিজয় দিবস উদযাপিত

উৎসবমুখর পরিবেশে মহান বিজয় দিবসের প্রথম প্রহরে আতশবাজিসহ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে। গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫ দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিটে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র এলাকায় রাজু ভাস্কর্যের সামনে আতশবাজি ফোটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংগঠন স্লোগান-৭১। এ সময় টিএসসি প্রাঙ্গণে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের শপথবাক্য পাঠ করান উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। ভোর ৬টা ১৫ মিনিটে উপাচার্য ভবনসহ প্রধান প্রধান ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সকাল ৬টা ৩০মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে জমায়েত হন। সকাল ৬টা ৩৫মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন। ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছায়ানটের উদ্যোগে বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও সংগীতানুষ্ঠান। বিকাল ৩টা ৫০মিনিটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে জাতীয় সংগীত গাইতে গাইতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উৎসবের উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। আয়োজনে অংশ নেয় ছায়ানট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগসহ দেশের প্রায় ৪হাজার নবীন-প্রবীণ শিল্পী।

এর আগে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি গত ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি প্রাঙ্গণে এক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদ-এর ৩-দিনব্যাপী আয়োজনের মধ্যে ছিল প্রদীপ প্রজ্বলন, শহীদ বুদ্ধিজীবী পরিবারের সদস্যদের স্মৃতিচারণ, ফানুস উড্ডয়ন ও উন্মুক্ত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। গত ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ সন্ধ্যা ৬টায় বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি প্রাঙ্গণে উন্মুক্ত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং সন্ধ্যা ৭টায় ফানুস উড্ডয়ন কর্মসূচী পালিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপাচার্য কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাবি শিক্ষক সমিতি নির্বাচন ২০১৬

অধ্যাপক ফরিদ সভাপতি ও অধ্যাপক মাকসুদ কামাল সাধারণ সম্পাদক পদে পুনর্নির্বাচিত

অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ

অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কার্যকর পরিষদ নির্বাচন ২০১৬'-এ অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ সভাপতি এবং দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সাধারণ সম্পাদক পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচিত অন্য প্রতিনিধিরা হলেন, সহ-সভাপতি- অধ্যাপক ড. মো: ইমদাদুল হক (উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ), কোষাধ্যক্ষ- অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম (ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগ), যুগ্ম সম্পাদক- নীলিমা আকতার (সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ), সদস্য- অধ্যাপক ড. মো. আফতাব আলী শেখ (রসায়ন বিভাগ), অধ্যাপক ড. আবু জাফর মো: শফিউল আলম ভূইয়া (টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগ), অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ), অধ্যাপক ড. মো: জিয়াউর রহমান (ক্রিমিনোলজি বিভাগ), অধ্যাপক মো: লুৎফর রহমান (পরিসংখ্যান, প্রাণপরিসংখ্যান ও তথ্য পরিসংখ্যান বিভাগ), অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমান (অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ), অধ্যাপক ড. মো: নিজামুল হক ভূইয়া (পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক ড. মো: রহমত উল্লাহ (আইন বিভাগ), ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার (সহযোগী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ) এবং মিসেস লাফিফা জামাল (সহযোগী অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত

পাকিস্তানের সাথে সকল প্রকার শিক্ষা সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিন্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তানের সাথে শিক্ষা, গবেষণা, সংস্কৃতি, ক্রীড়াসহ সকল প্রকার সামাজিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিন্ন করছে। গত ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক জরুরী সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে কোন গণহত্যা ঘটেনি ও পাকিস্তানের বর্বর হানাদার বাহিনী গণহত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না মর্মে পাকিস্তান সরকারের নির্জলা মিথ্যাচার দ্বিতীয়বার গণহত্যা সংঘটনের সামিল। সভায় বর্বরোচিত এ মিথ্যাচারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়।

একাত্তরে গণহত্যার জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা না করা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তানের সাথে ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে বিদ্যায়তনিক, গবেষণামূলক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়াকেন্দ্রিক সকল প্রকার যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিন্ন করছে। এখন হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষক কিংবা ছাত্র-ছাত্রীদের কোন প্রতিনিধি দল পাকিস্তান সফরে যাবে না ও পাকিস্তানের সাথে কোন শিক্ষা বিনিময় কার্যক্রম পরিচালিত হবে না।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় নারকীয় গণহত্যাযজ্ঞে নেতৃত্বদানকারী চিহ্নিত ১৯৫ জন (জীবিত/মৃত) পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তার যথাযথ বিচার ও শাস্তি প্রদান করতে হবে বলে সভায় বলা হয়।

পাকিস্তানের সাথে সকল প্রকার দ্বিপক্ষীয় ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সভা থেকে আহ্বান জানানো হয়।

এছাড়া, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করায় সার্কের সদস্য পদ থেকে পাকিস্তানকে বহিস্কার এবং গণহত্যা সংঘটিত করে মিথ্যাচার করায় জাতিসংঘের সদস্য পদ থেকে বহিস্কারের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ উত্থাপনের জন্য এ সভা থেকে সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে জড়িত পাকিস্তানের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সম্পর্ক নেই-উপাচার্য

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫ রায়ের বাজার শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর নিরীহ ও নিরস্ত্র বুদ্ধিজীবীদের ওপর পাকিস্তানী বাহিনীর বর্বর আক্রমনের চিত্র তুলে ধরে বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সেদিন নজিরবিহীন গণহত্যার শিকার হয়েছিলেন। তিনি বলেন, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা গণহত্যার শিকার হয়েছেন, সেই বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তানের সঙ্গে কোন ধরণের সম্পর্ক রাখতে পারেনা। শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে গত ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি সভাপতির বক্তব্য রাখছিলেন।

সভায় প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এস এম মাকসুদ কামাল, শহীদ গিয়াস উদ্দিন আহমেদের ভাই ডা. রশীদ উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ পরিবার সমিতির সভাপতি আবু মুসা ম. মাসুদউজ্জামানসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তিযোদ্ধা প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ড, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক পরিষদ, অফিসার্স এসোসিয়েশন, ৩য় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, কারিগরী কর্মচারী সমিতি এবং ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, আত্মসমর্পনের সময় পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী গণহত্যার দায় স্বীকার করেছিল এবং হত্যাকাণ্ড পরিচালনাকারী চিহ্নিত ১৯৫জন সেনা কর্মকর্তাকে সেদেশে নিয়ে বিচারের * ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

ঢাবি'র সকল শিক্ষার্থীকে মুক্তিযুদ্ধকে মনে রাখতে হবে, চেতনায় ধারণ করতে হবে - উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) 'আইবিএ গ্র্যাজুয়েশন-২০১৫' গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৫ বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেছেন- বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে মুক্তিযুদ্ধকে মনে রাখতে হবে, চেতনায় ধারণ করতে হবে।

আইবিএর পরিচালক অধ্যাপক ড. এ কে এম সাইফুল মজিদের সভাপতিত্বে 'আইবিএ গ্র্যাজুয়েশন-২০১৫' অনুষ্ঠানে ইএমবিএ প্রোগ্রামের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. খায়ের জাহান সোপরা, এমবিএ প্রোগ্রামের চেয়ারপারসন ড. মো. জাগাঙ্গীর আলম বক্তব্য রাখেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিবিএ প্রোগ্রামের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক নিয়াজ জামান। অনুষ্ঠানে গ্র্যাজুয়েট বক্তা ছিলেন সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ খান।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে গ্র্যাজুয়েট হিসেবে বিবিএ'র ১৯তম ব্যাচের ১০৪, এমবিএ'র ৪৮-৪৯তম ব্যাচের ১৩০ এবং ইএমবিএ'র ১৬ ও ১৭ তম ব্যাচের ৫৪ জন শিক্ষার্থীদের হাতে উপাচার্য সনদপত্র তুলে দেন। কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করায় অনুষ্ঠানে ৫ শিক্ষার্থীকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। স্বর্ণপদকপ্রাপ্তরা হলেন- বিবিএর সাবা হোসাইন খান, এমবিএর রাফিয়া আফরিন এবং এমবিএর (সান্ধ্য) মুনতাসির কাইয়ুম খান, মনজুর মোশাররফ ও গাজী * ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছায়ানটের উদ্যোগে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও সংগীতানুষ্ঠান। জাতীয় সংগীত গাইতে গাইতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

ঢাবি-এ বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিজয় দিবস উদযাপিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত বিজয় উৎসবে 'সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও দুর্নীতির সঙ্গে কোন আপোস নয়' স্লোগানে অংশগ্রহণ করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এসময় উপাচার্য বলেন, এত তথ্যপ্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এদেশে যুদ্ধাপরাধ হয়নি মর্মে পাকিস্তান যে মন্তব্য করেছে তা নির্লজ্জ মিথ্যাচার। এই মিথ্যাচারের কথা শুনে চুপ থাকলে তা হবে মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়ার নামান্তর। একাত্তরের গণহত্যাকারী পাকিস্তান ও সন্ত্রাসী রাষ্ট্র পাকিস্তানের কোনো পার্থক্য নেই। পাকিস্তানের পার্লামেন্ট বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মিথ্যা বক্তব্য শুনে চুপ থাকা যায় না। তাই তাদের সঙ্গে সব ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম ছিন্ন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। একাত্তরের অপরাধের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত এ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে না।

সন্ধ্যা ৬টা ৩০মিনিটে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় বিজয় দিবসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয় হলসমূহে শহীদ বুদ্ধিজীবী ও মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের চিত্র প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এ এফ রহমান হলের উদ্যোগে বিকেলে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়া, বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদসহ বিভিন্ন হল মসজিদ ও উপাসনালয়ে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য দোয়া করা হয়।

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে জড়িত পাকিস্তানের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সম্পর্ক নেই-উপাচার্য

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫ মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। পরবর্তীতে তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি; বরং গণহত্যার ঘটনাকে অস্বীকার করে পাকিস্তান এখন সত্যের অপলাপ করছে। তাই তাদের সঙ্গে আর কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখা উচিৎ নয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কথা বলে পাকিস্তান জাতিসংঘ সনদ লংঘন করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, অবিলম্বে সার্ক এবং জাতিসংঘ থেকে পাকিস্তানের সদস্যপদ বাতিল করতে হবে। উপাচার্য '৭১-এর মানবতাবিরোধী অপরাধ ও শহীদ বুদ্ধিজীবী হত্যা মামলার বিচার কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করতে পাকিস্তানী বাহিনী ও তার দোসররা পরিকল্পিতভাবে দেশের কৃতী সন্তানদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। মঈনুদ্দিন, আশরাফ, মুজাহিদসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বিশ্বাসঘাতক ছাত্র তাদের এই নৃশংস কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করেছিল। তিনি বলেন, সকল বিশ্বাসঘাতকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমে শহীদদের রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে।

উল্লেখ্য, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করে। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল - উপাচার্য ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে জমায়েত, বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থান, জগন্নাথ হল স্মৃতিসৌধ ও বিভিন্ন আবাসিক এলাকার স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আলোচনা সভা প্রভৃতি। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদসহ বিভিন্ন হল মসজিদ ও উপাসনালয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও প্রার্থনা করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ১৩ ডিসেম্বর দিবাগত রাত ১২টা ৫৯মিনিটে ফজলুল হক মুসলিম হলে আলোক শিখা প্রজ্বলন ও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন।

গত ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ সম্মেলন কক্ষে অনুষদের মেধাবী অসচ্ছল আবাসিক ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক ১২ লক্ষ টাকার আর্থিক অনুদান চেক হস্তান্তর করা হয়। চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

ঢাবি'র সকল শিক্ষার্থীকে মুক্তিযুদ্ধকে মনে রাখতে হবে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মুহাম্মদ রাসেল বিন হোসাইন।

অনুষ্ঠানে উপাচার্য বক্তব্যের শুরুতে মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদ এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, বিজ্ঞান, ব্যবসায় অনুষদসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে মুক্তিযুদ্ধকে মনে রাখতে হবে, এর সম্মান সমুন্নত রাখতে হবে, চেতনায় ধারণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীরাই আইবিএতে ভর্তির সুযোগ পান। দেশ ও জাতির প্রত্যাশাও তাঁদের কাছে অনেক। এ প্রত্যাশা পূরণে মাথা উঁচু রেখে, আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে হবে।

উপাচার্য ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ এবং ১৪ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে ও শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরীহ ও নিরস্ত্র বুদ্ধিজীবীদের ওপর পাকিস্তানী বাহিনীর বর্বর আক্রমণের চিত্র তুলে ধরে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সেদিন নজিরবিহীন গণহত্যার শিকার হয়েছিলেন। সেই জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে গত শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে। সাম্প্রতিককালে ১৯৭১'র গণহত্যা নিয়ে পাকিস্তানের মিথ্যাচারের পর নিরব থাকার অর্থ তাদের মিথ্যাচার মেনে নেওয়া। এখন থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র বা শিক্ষক প্রতিনিধিদল পাকিস্তানে যাবে না। পাকিস্তানের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষা ও গবেষণামূলক কর্মকান্ড এখন থেকে স্থগিত থাকবে। পাকিস্তানীরা আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা না করা পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে।

গ্র্যাজুয়েশন বক্তা মোহাম্মদ আজিজ খান তাঁর বক্তব্যে বলেন, মুক্তবাজার অর্থনীতি মানুষের জীবনমানের উন্নতি ঘটিয়েছে। ব্যবসায় শিক্ষা, মাইক্রোসফট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন এনেছে। প্রতিযোগিতার বাজারে পরিশ্রম ছাড়া এবং নতুন চিন্তা ছাড়া টিকে থাকা যাবে না। তাই ভবিষ্যৎ নেতা হিসেবে শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন চিন্তা ও ভাবনা বের করতে হবে।

বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক্স অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক্স সোসাইটির উদ্যোগে দিনব্যাপী 'প্রথম বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক্স অলিম্পিয়াড' গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৫ কার্জন হল চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সকালে দিনব্যাপী এই অলিম্পিয়াডের উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক্স সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক ড. এম লুৎফর রহমান, সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সুব্রত কুমার আদিত্যসহ সোসাইটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন তথ্য-প্রযুক্তি বা ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অত্যাধুনিক আবিষ্কারসমূহ পৃথিবীকে বিশ্ব পল্লীতে পরিণত করেছে। প্রযুক্তির অসাধারণ সাফল্যের ফলে বিশ্বের ভৌগোলিক দূরত্ব কার্যত কমে গেছে। বর্তমান বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে দেশে তথ্য প্রযুক্তি এবং ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স শিক্ষার আরও সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, তরুণ প্রজন্মের কাছে এই শিক্ষা জনপ্রিয় করতে প্রথম বাংলাদেশ অলিম্পিয়াড কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। বিজয়ের মাসে তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল শহীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

উল্লেখ্য, প্রায় ২শ' প্রতিযোগী দিনব্যাপী এই অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে।

'প্রথম বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক্স অলিম্পিয়াড' উপলক্ষে বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক্স সোসাইটি গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৫ কার্জন হল এলাকায় বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক র‍্যালির নেতৃত্ব দেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল কর্তৃক আয়োজিত "বঙ্গবন্ধু মেধা বৃত্তি ও সম্মাননা বক্তৃতা ২০১৫" অনুষ্ঠান গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি ছিলেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন। হলের প্রভোস্ট এস এম মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মাননা বক্তৃতা প্রদান করেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুহম্মদ শফিকুর রহমান। ছবিতে অতিথিদের সাথে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের দেখা যাচ্ছে।

'বাংলাদেশের প্রবীণ জনগোষ্ঠী নিয়ে সেমিনার

ইউনাইটেড নেশনস্ পপুলেশন ফান্ড (ইউএনএফপিএ)-এর সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে 'বাংলাদেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠী নিয়ে স্টাডি' শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই সেমিনারের উদ্বোধন করেন।

পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: আমিনুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ঢাকাস্থ ইউএনএফপিএ'র ডেপুটি রিপ্রেজেনটেটিভ আইওরি কাতো। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের শিক্ষক নুসরাত জাফরিন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বাংলাদেশের বয়স্ক লোকদের ওপর গবেষণা চালানোর জন্য পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ এবং ইউএনএফপিএকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমাদেরকে সর্বদা বয়স্ক লোকদের সেবা, যত্ন ও পরিচর্যা করতে হবে এবং তাদের প্রতি সব সময় সদাচরণ ও সহানুভূতি দেখাতে হবে। তাদের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। কেননা সম্পর্ক হচ্ছে বড় সম্পদ। তাদের একাকীত্ব দূর করতে তাদেরকে পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ বাংলাদেশের ৫৫টি জেলার ৬৩২৯জন ষাটোর্ধ ব্যক্তিদের ওপর জরিপ চালায়। এই জরিপের ফলাফল নিয়ে পর্যালোচনার জন্য সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও কর্মকর্তা, জনসংখ্যা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এবং বিভাগীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

৭ম জাতীয় স্নাতক গণিত অলিম্পিয়াড

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফলিত গণিত বিভাগের উদ্যোগে '৭ম জাতীয় স্নাতক গণিত অলিম্পিয়াড'-এর চূড়ান্ত পর্ব গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৫ এ এফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সকালে দিনব্যাপী এই অলিম্পিয়াডের উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন ও কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। এসময় ৭ম জাতীয় স্নাতক গণিত অলিম্পিয়াডের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মুনিবুর রহমান চৌধুরী, অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ এবং বাংলাদেশ গণিত সমিতির সভাপতি অধ্যাপক সাজেদা বানু উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গণিতের ভাষাকে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে বর্ণনা করে বলেন, অন্য ভাষা শেখার আগে সকলকে গণিতের ভাষা শিখতে হবে। বিশ্বাঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে তিনি গণিতে পারদর্শিতা অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, ৭১'-এর গণহত্যার চিত্র তুলে ধরতেও গণিতের প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, নতুন প্রজন্মের কাছে গণিতকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী এই গণিত অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হয়। দেশের ৬টি বিভাগের অঞ্চলিক পর্ব থেকে নির্বাচিত মোট ৬৫জন প্রতিযোগী চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। অলিম্পিয়াড শেষে বিকালে চূড়ান্ত পর্বের বিজয়ী সেরা ১০জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

জাপানের প্রতিনিধিদল

জাপানের কিউশু ইউনিভার্সিটির ইন্টারডিসিপ্লিনারি গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব সায়েন্সেস-এর ডিন অধ্যাপক ড. আকিরা হারাতা'র নেতৃত্বে ৪-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন অধ্যাপক ড. বিদ্যুৎ বরণ সাহা, অধ্যাপক ড. তানিমতো জুন এবং অধ্যাপক মাসাফুমি নাগাইশি।

এসময় ঢাবি ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: রফিকুল ইসলাম, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. সুব্রত কুমার আদিত্য এবং জাইকার ডেপুটি প্রোগ্রাম অফিসার কানিজ ফাতেমা উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা জাইকার আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "বাংলাদেশ-জাপান ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (বিজেআইআইটি)" প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, জাপানের কিউশু ইউনিভার্সিটি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়।

ইরানী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর

ইরানের পায়েম নূর ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর অধ্যাপক এ এ রোস্তমী আবুসায়েদী-এর নেতৃত্বে ২-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্য ছিলেন অধ্যাপক ড. আলীরেজা তাহেরী। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আবু মূসা মো. আরিফ বিল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইরানের পায়েম নূর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক বিনিময় এবং গবেষণা উপাত্ত, তথ্য ও ডাটা আদান-প্রদানের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে শিগ্‌গিরই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়েও তারা ঐকমত্যে পৌঁছেন। বৈঠককালে পায়েম নূর বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ইরানে উচ্চ শিক্ষার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের অধিক হারে বৃত্তি প্রদানের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত এএইচএন সিয়ং-দো গত ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তার অফিসে সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় একই দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি পার্ক মি সিওল এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা কিম জিয়ং কি উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা বাংলাদেশ এবং কোরিয়ার মধ্যে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক উন্নয়নসহ দ্বি-পাক্ষিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে কোরিয়ান ভাষা বিষয়ে স্নাতক কোর্স চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

পরে, কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য কোরিয়ান ভাষা বিষয়ক বেশকিছু পাঠ্যবই, ডিভিডি ও সিডি উপাচার্যের কাছে হস্তান্তর করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষা সামগ্রী প্রদান করায় উপাচার্য রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান। এসব সামগ্রী শিক্ষার্থীদের উপকারে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

চীনা প্রতিনিধিদল

চীনের পাবলিশিং এন্ড মিডিয়া গ্রুপ কোম্পানি লিমিটেডের সিনিয়র প্রজেক্ট ম্যানেজার মিস জুনের নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন আবেল ঝাং এবং জুফি বাই। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক মো: আফজাল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা চীনা কোম্পানির আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অত্যাধুনিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা চীনা কোম্পানিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশীপ করার সুযোগ প্রদানের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশে অবস্থিত চীনের বিভিন্ন কোম্পানিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে বলেও বৈঠকে জানানো হয়।

রাশিয়ার প্রতিনিধিদল

ঢাকাস্থ রাশিয়া দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি এবং রাশিয়ান সেন্টার অব সায়েন্স এন্ড কালচার-এর পরিচালক আলেকজান্ডার পি ডেমিনের নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন রাশিয়ার উরাল ফেডারেল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. আন্দ্রে সুজিকিন এবং ড. দিমিত্রি বাজানোভ।

এসময় ঢাবি ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম এবং কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সাব্বির আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাশিয়ার উরাল ফেডারেল ইউনিভার্সিটির মধ্যে কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা প্রকল্প চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ পিএইচডি ও মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালুর ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকদের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে রাশিয়ায় স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজনের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে শিগ্‌গিরই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারেও তারা ঐকমত্য পোষণ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক

যুক্তরাষ্ট্রের চ্যাপেলহিল ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলিনা-এর অধ্যাপক ড. প্রণব কুমার সেন গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাবি পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মো: আমির হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলিনা-এর মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করেন।

আন্তর্জাতিক পরিবেশবিদ

বিশ্ববিখ্যাত পরিবেশবিদ ম্যাথিয়াস গেলবার গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাবি শক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. সাইফুল হক, ইউএস সফটওয়্যার লিমিটেডের সিইও লুৎফর রহমান, প্যাসিফিক সোলার এন্ড রিনিউএ্যাবল এনার্জি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইব্রাহিম লোদি, বাংলাদেশ ক্যাটালাইজিং ক্লিন এনার্জির উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার এস এম মাহমুদ হাসান এবং বিডি টেকনোলজি লিমিটেডের পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবায়নযোগ্য শক্তি বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়ন তথা বাংলাদেশে সৌরশক্তি খাতের আধুনিকায়ন নিয়ে আলোচনা করেন। এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির ওপর তারা গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় বিশিষ্ট পরিবেশবিদ বাংলাদেশে সৌরশক্তি খাতের উন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এর আগে ম্যাথিয়াস গেলবার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শক্তি ইনস্টিটিউট আয়োজিত "Use of Renewable Energy & Energy Efficiency for Economic Development: Impact on Environment" শীর্ষক দিনব্যাপী সেমিনারে বক্তব্য রাখেন।

ফ্রান্স ও চীনের অধ্যাপকদ্বয়

ফ্রান্সের পিয়ারি মেরি কুরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. মিশেল ভালস্‌মিট এবং চীনের জিদিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ডিং লিউ গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাবি গণিত বিভাগের অধ্যাপক সাজেদা বানু এবং ইউজিসি অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ফ্রান্সের পিয়ারি মেরি কুরি বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের জিদিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, তাঁরা বিশ্বের সকল শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী এবং অন্যান্য পেশার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে আইএস-এর বর্বরতা ও উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদ প্রতিহত করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারেও মতবিনিময় করেন। উপাচার্য এ সময় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানের গণহত্যা ও বর্বরতা সম্পর্কে অতিথিদের অবহিত করে বলেন, পাকিস্তান সেই অপকর্ম ও নৃশংসতা অস্বীকার করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তানের সাথে সব ধরণের সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিদ্বয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

চীনের অধ্যাপক

চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ঝিয়াওচুন কিয়াও গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাবি পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় অধ্যাপক ড. ঝিয়াওচুন কিয়াও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপক প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণ খুবই আন্তরিক, সৎ, পরিশ্রমী এবং বন্ধুবৎসল। সর্বক্ষেত্রে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরে চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। উভয় দেশ দিনে দিনে আরও একে অপরের খুব ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে চীনের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান রয়েছে অনেক যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম।

তাঁরা এশিয়া অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় তাঁরা বাংলাদেশ ও চীনের জনসংখ্যা সমস্যা এবং উভয় সরকারের জনসংখ্যা নীতিমালা নিয়েও মতবিনিময় করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি আগ্রহ প্রকাশের জন্য অধ্যাপক ড. ঝিয়াওচুন কিয়াওকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

পরে অধ্যাপক ড. ঝিয়াওচুন কিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে "চীনের জনসংখ্যা নীতিমালা" শীর্ষক একটি লেকচার প্রদান করেন। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা অংশগ্রহণ করেন।

ইরানের পায়েম নূর ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর অধ্যাপক এ এ রোস্তমী আবুসায়েদী -এর নেতৃত্বে ২-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। এসময় উপাচার্য পায়েম নূর ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলরকে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রেস্ট' উপহার দেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত এএইচএন সিয়ং-দো গত ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তার অফিসে সাক্ষাৎ করেছেন।

ঢাকাস্থ রাশিয়া দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি এবং রাশিয়ান সেন্টার অব সায়েন্স এন্ড কালচার-এর পরিচালক আলেকজান্ডার পি ডেমিনের নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। উপাচার্য এ সময় প্রতিনিধিদলকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রেস্ট উপহার দেন।

ফ্রান্সের পিয়ারি মেরি কুরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. মিশেল ভালস্‌মিট এবং চীনের জিদিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ডিং লিউ গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

বিশ্ববিখ্যাত পরিবেশবিদ ম্যাথিয়াস গেলবার গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। উপাচার্য এ সময় তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রেস্ট উপহার দেন।

চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ঝিয়াওচুন কিয়াও গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

জাপানের কিউশু ইউনিভার্সিটির ইন্টারডিসিপ্লিনারি গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব সায়েন্সেস-এর ডিন অধ্যাপক ড. আকিরা হারাতার নেতৃত্বে ৪-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

বিবেকানন্দ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে গত ৫ ডিসেম্বর ২০১৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বিশ্ব সম্প্রীতি' শীর্ষক এক সেমিনার প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। সেমিনারে মূল বক্তব্য প্রদান করেন ভারতের বিশিষ্ট সনাতন ধর্মীয় সন্ন্যাসী ও দার্শনিক রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ মঠ বেলুড়, কলকাতার সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ও প্রাক্তন মন্ত্রী সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত। এতে উপস্থিত ছিলেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান। সভাপতিত্ব করেন বিবেকানন্দ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার।

রোকেয়া দিবস-২০১৫ উদযাপিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৯ ডিসেম্বর ২০১৫ 'রোকেয়া দিবস-২০১৫' যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে রোকেয়া হল মিলনায়তনে 'রোকেয়া মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন বক্তৃতা, স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রদান' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশন বক্তৃতা প্রদান করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক কর্মী অধ্যাপক কাজী মদিনা।

রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষা অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি এবং প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রোকেয়া মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও হলের আবাসিক শিক্ষিকা লাফিফা জামাল।

বৈষম্য বিরাজ করছে। এই বৈষম্য দূর করতে হলে বেগম রোকেয়ার আদর্শকে ধারণ করে নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে নিতে হবে। একটা সমাজে দু'টি চোখ,একটি পুরুষ আরেকটি নারী। নারী পুরুষকে সমানভাবে এগিয়ে যেতে হবে। নারীদের পেছনে ফেলে সমাজকে কখনো সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। উপাচার্য রোকেয়া হলের ছাত্রীদের বেগম রোকেয়ার দর্শন, শিক্ষা, মানবতাবোধ, সমাজ এবং সাংস্কৃতিক চেতনা অনুসরণ ও অনুকরণ করে তাঁর আদর্শকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বেগম রোকেয়া যেমন তাঁর কর্ম, লেখনীর মাধ্যমে কাজ করে গেছেন, তেমনি আজকের রোকেয়া দিবসের মূল কর্ম চেতনা হলো তোমরা সারাদেশে শিক্ষার সাহায্যে তোমাদের জ্ঞানের আলো চারদিকে ছড়িয়ে দিবে।

পরে উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক রোকেয়া হলের মেধাবী ছাত্রীদের মাঝে স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রদান

অধ্যাপক কাজী মদিনা "ভেঙেছে দুয়ার, এসেছে জ্যোতির্ময় তোমারি হউক জয়" শীর্ষক ফাউন্ডেশন বক্তৃতায় বেগম রোকেয়ার জীবনের মুক্ত চিন্তা, সৃজনশীলতা এবং সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টায় নারীমুক্তির আন্দোলন প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি বলেন প্রদীপ্ত বাঙালি রোকেয়া সমগ্র এশিয়ায় নারীবাদী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। গ্রাম বাংলার নারী সমাজের কুপমণ্ডুকতা, রক্ষণশীলতা সর্বোপরি ধর্মীয় অপব্যখ্যার হাত থেকে নারী সমাজকে রক্ষা করতে হলে রোকেয়ার আদর্শ এবং চেতনা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রাসঙ্গিকতা আজকেও অপরিহার্য।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথির বক্তব্যের শুরুতে বিজয়ের মাসের শুভেচ্ছা জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহীদসহ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্বে এই বাংলাদেশ যদি আমরা না পেতাম তা হলে বেগম রোকেয়াকে স্মরণ করে দিবস উদযাপন সম্ভব হতো না। শুধু আজকের এই দিনটিই নয়, মহীয়সী এই ব্যক্তিটিকে প্রতিটি দিনই স্মরণ করা উচিত। বর্তমানে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে করেন। ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে হলের স্বর্ণপদক পেয়েছেন - জেনিনা ইসলাম আবির (এম.এস.এস, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ)। মেধাবৃত্তি লাভ করেছেন - এলিজাবেথ বিয়াংকা সরকার (এম.এস ফলিত পরিসংখ্যান বিভাগ), আছিয়া খাতুন (এম.বি.এ, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ), সুমাইয়া ফারহানা সুমী (এম.এ, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ), আসমাউল হোসনা (এম. এস, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)। সাধারণ বৃত্তি পেয়েছেন - নাদিরা নাজনীন রাখী ও আয়েশা রহমান (৩য় বর্ষ, বি.এস, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ), নাজমা আহমেদ (২য় বর্ষ, বি.এস, দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ), নওশীন তাবাসুম (১ম বর্ষ, বি.এস.এস, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ) এবং কল্যাণ বৃত্তি দেওয়া হয়েছে নুসরাত জাহানকে (১ম বর্ষ, বি.এস.এস, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ)।

এছাড়া, রোকেয়া দিবস উপলক্ষে ৯ ডিসেম্বর ২০১৫ সকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে রোকেয়া হলের উদ্যোগে হল চত্বর থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে।

জেনারেল এম এ জি ওসমানী স্মারক বক্তৃতা ও বৃত্তি প্রদান

জেনারেল এম এ জি ওসমানী স্মারক বক্তৃতা ও বৃত্তি প্রদান গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৫ সিরাজুল ইসলাম লেকচার হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাবি ইতিহাস বিভাগ এবং জেনারেল এম এ জি ওসমানী বৃত্তি ফান্ড'র উদ্যোগে এই স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ইতিহাস বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. সোনিয়া নিশাত আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী

পরিচালক অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল "বর্তমানের দর্পণে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন: নাগরিক চেতনা" শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও জেনারেল এম এ জি ওসমানী স্কলারশীপ ফান্ডের ব্যবস্থাপনা বোর্ডের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. শিরীন হাসান ওসমানী স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

সুলতানা কামাল তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং ধর্ম-নিরপেক্ষতা প্রসঙ্গ আলোচনা করে বলেন, দেশ ও জাতিকে নির্মাণের প্রক্রিয়ায় একজন সচেতন নাগরিকই যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এক্ষেত্রে গণসচেতনতার সম্মিলিত শক্তি জন্ম দেয় স্বাধীন সার্বভৌম সামাজিক সক্রিয়তা। সেটা অর্জন করতে ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারক হয়েই রচনা করা যায় ভবিষ্যতের স্বর্গ তোরণ।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথির বক্তব্যের শুরুতে এই ডিসেম্বর মাসে সকলকে বিজয়ের শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, 'এই ডিসেম্বর মাস যেমন আনন্দের তেমনি বেদনার। ১৪ ডিসেম্বর আমাদের প্রিয়জন শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীদের ক্যাম্পাস থেকে তুলে নিয়ে হত্যা করা হয় মিরপুর বধ্যভূমিতে। আমি তাঁদের স্মরণ করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক, ছাত্র যারা শহীদ হয়েছেন তাদের এবং মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লক্ষ মানুষের আত্মাহুতিসহ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করছি।' তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে এম এ জি ওসমানীর অসামান্য অবদান স্মরণ করে বঙ্গবীর এম এ জি ওসমানীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি সুলতানা কামালের বক্তৃতার সূত্র ধরে বলেন, দেশের একটি স্বার্থান্বেষী মহল নানাভাবে নানা সময়ে ইতিহাস বিকৃতির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এদের ব্যাপারে ইতিহাসবিদদের সচেতন থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ হলো যেমন সত্যের অন্বেষণ করা, ইতিহাসবিদরা এক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন। উপাচার্য বলেন, ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারক-বাহক শুধু নয়, এই প্রজন্মকে শুধুমাত্র একাডেমিক সাফল্য নয়, তার সাথে সত্যের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে নৈতিক শক্তি ও সত্য প্রতিষ্ঠার সাধনা করতে হবে। সত্যের অনুসন্ধানে দায়বদ্ধতা ধারণ করে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে।

উপাচার্য এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক এস এন বোসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, তিনি এক সময় দু'বছরের ছুটি নিয়ে ইউরোপ গিয়েছিলেন গবেষণার জন্য। দু'বছর সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে, নিজ দেশে ফেরত আসেন। ফেরত আসার প্রশ্নে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করেন। তিনি সেসময় যদি ইউরোপে থাকতেন তিনি হয়তো নোবেল পুরস্কার পেতেন। তাঁর-ই 'বোসন কণা' নিয়ে গবেষণা করে নোবেল পাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা, অব্যাহত রয়েছে গবেষণা। উপাচার্য আরও বলেন, সঠিক সময়ে সঠিক কথা বলতে হবে। আমাদের দেশে জাতীয় সংকটের সময় অনেকে নিরপেক্ষতার কথা বলেন; নিরপেক্ষতা এক ধরনের অসততা। নিরপেক্ষতা সত্যকে পিছিয়ে দেয়। ইতিহাস চর্চার মূল কথা সত্য ও সততা। তাতে বর্তমান দর্পণে ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটবে জীবনে ও জাতীয় পেক্ষাপটে।

এর আগে ইতিহাস বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করায় ১৯জন শিক্ষার্থীকে বঙ্গবীর এম এ জি ওসমানী বৃত্তি, আজুমান মফিদুল ইসলাম বৃত্তি এবং ইতিহাস বিভাগ বৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়া, বিভাগের আইটি সেন্টারের বিভিন্ন ব্যাচের সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্তদের সনদপত্র প্রদান করা হয়।

দিনব্যাপী জাতীয় কর্মশালা

ঢাবি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউট এবং অক্সফাম বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে "Media Response in Humanitarian and Disaster Contexts" শীর্ষক দিনব্যাপী এক জাতীয় কর্মশালা গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

তোলার ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য গণমাধ্যম কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মানবিক মূল্যবোধের অভাব এবং ধর্মীয় সংকীর্ণতার কারণে বর্তমানে পরিবার, সমাজ, দেশ তথা বিশ্বে হত্যা ও সহিংসতার ঘটনা ঘটছে। তাই মানবিক শিক্ষার বিকাশ ঘটাতে গণমাধ্যমকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নৃশংস গণহত্যার চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রতিনিয়ত আমরা মানব সৃষ্ট ও

ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান এবং অক্সফাম বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর স্নেহাল সুনেজি বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করছি। গণমাধ্যম এসব দুর্যোগের চিত্র সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থাপন করছে। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। ১৯৭১ সালে এদেশে বর্বর গণহত্যা পরিচালনা করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানের সঙ্গে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও সামাজিক সম্পর্ক ছিন্নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, জাতীয় কর্মশালায় দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমের ৪০জন সংবাদকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

এস এম হল বৃত্তি পেলেন ১৪ শিক্ষার্থী

ঢাবি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ১৪জন মেধাবী ছাত্র 'এস এম হল বৃত্তি' লাভ করেছেন। গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৫ উপাচার্য লাউঞ্জে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. গোলাম মোহাম্মদ ভূঞার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে হলের আবাসিক শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শান্তিপূর্ণ দেশ গঠনের লক্ষ্যে নৈতিক মূল্যবোধে জাগ্রত হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের শুধু ভাল একাডেমিক ফলাফল করলেই চলবেনা, তাদের নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন উন্নতমানের স্নাতক হতে হবে।

বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্ররা হলেন- শেখ ফরিদ ও আমিনুল ইসলাম (সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট), মো: সোহরাব হোসেন (ইংরেজি), মাসরুর বিন আনসারী (আইন), মো: আব্দুল হান্নান (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক), মোহাঃ আতিকুল ইসলাম (তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা), আল-আমিন খন্দকার (ফিন্যান্স), আলী আশরাফ (ইসলামিক স্টাডিজ), তারেক আহম্মদ (উন্নয়ন অধ্যয়ন), মো: মহসিন (অর্থনীতি), মো: রাসেল আহমেদ (ভূগোল ও পরিবেশ), মুহাম্মদ আব্দুর রহিম (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি), মো: সোহাগ মিয়া (শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন) এবং মো: জহিরুল ইসলাম (লোক প্রশাসন)।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম, মোঃ নজরুল ইসলাম ও তাওহিদা খানম, ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার ও মোঃ জাকির হোসেন। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোস্ম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫